দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 1 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম 2 .....

139

বই ছাপা ও বিতরণ নিয়ে হযবরল অবস্থা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। নতুন বছরের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বই ছাপা ও বিতরণ কার্যক্রম নিয়ে এক হযবরল অবস্থা চলছে।

বই ছাপা ও বিতরণের জন্য প্রস্তুত রাখার সর্বশেষ সময়সীমা পার হয়ে গেছে; কিন্তু বই ছাপা শেষ হয়নি। এর দায়দায়িত্ব একে অন্যের উপর চাপাতে ব্যস্ত। মুদ্রণ ঠিকাদাররা বলছেন, দেরি করে কার্যাদেশ দেয়া এবং সময়মতো কাগজ সরবরাহ না করায় ছাপতে দেরি হচ্ছে।

টেক্সট বুক বোর্ড সূত্র বলছে, ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ নিয়েছে মুদ্রণ ঠিকাদাররা, তাই ছাপতে পারছে না। এই টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সময়মতো বই মুদ্রণ ও বিতরণ বিষয়ে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক হচ্ছে না। সমস্যার 'লেজে-গোবরে' ঘুরপাক খেয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরো পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছে, সময়মতো বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছবে।

সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সারাদেশে প্রাথমিক স্কুলের (সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত) ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেয়। প্রতিবছর ৫/৬ কোটি বই উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে মুদ্রণ ঠিকাদারদের মাধ্যমে ছাপানো হয়। বিভিন্ন সূত্রমতে, টেন্ডারে বই ছাপাতে গিয়ে বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও মুদ্রণ ঠিকাদারদের মধ্যে 'নানরকম লেনদেন' চলে। এই লেনদেনের মধ্যে কোন হেরফের হলেই পুরো প্রক্রিয়ায় ঘাপলা সৃষ্টি হয়। আর এর জন্য ভোগান্তি পোহাতে হয় দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীকে। গত দুএক বছর অবস্থা এমনই ছিল। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বই মুদ্রণ নিয়ে ঘাপলা হতে পারে- এমন কথা অধিকাংশ জাতীয় পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে; কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এবারও নানা সমস্যা আঁকড়ে ধরেছে পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রমকে।

১৯৯৯ সালের প্রাথমিক স্তরের ৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য প্রেস মালিকদের দুটি গ্রুপ দরপত্র দাখিল করে। এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের চেয়ে ৬ কোটি টাকা কম দামে বই মুদ্রণের দরপত্র জমা দেয়। নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রুপকে কার্যাদেশ দেয়ার কথা থাকলেও বোর্ড তাতে গড়িমসি করে সময় ক্ষেপণ করে। এ সময় অভিযোগ উঠে যে, যারা বেশি দর হেঁকেছে তাদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কিছু **বই** ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৮

বই ঃ নিয়ে হযবরল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তার মালিকানাধীন প্রেসও আছে। এছাড়াও গোষ্ঠীস্বার্থে কর্মকর্তারা বেশি দামের দরপত্রদাতাদের পক্ষ নেয়। কম দাম উদ্ধৃতকারীরা সময়মতো এবং মানসম্পন্ন কাজ করতে পারবে না বলে অভিমত দিয়ে ফাইল চালাচালি শুরু করা হয় সময়ক্ষেপণের জন্য। এ নিয়ে সংবাদসহ কয়েকটি পত্রিকায় খবর ছাপা হলে শিক্ষামন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশে শেষ পর্যন্ত সর্বনিম্ন দরদাতাদের কার্যাদেশ দেয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ের ২ মাস পরে। এখান থেকেই মুদ্রণ-বিলম্ব প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নিয়ম অনুযায়ী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই ছাপা হয়ে থানা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসগুলোতে পৌঁছানোর কথা; কিন্তু পৌঁছেছে ৮৫/৮৬ ভাগ বই।

এদিকে সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী ৩রা জানুয়ারি রোববার থেকে সারাদেশে বিনামূল্যে বই বিতরণ শুরু হবে। বই মুদ্রকদের একজন এই প্রতিনিধিকে বলেন, প্রথমত বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে দেড়/দুমাস দেরিতে, তার উপর মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাগজ যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়নি। তিনি জানান, বই ছেপে জমা দেয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখনো সব কাগজ সরবরাহ করেনি। কাজেই ছাপা শেষ হবে কিভাবে?

বই মুদ্রণ ও বিতরণ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা কথা বলতে চান না। নিম্নপদস্থ কর্মকর্তারা সবকিছুর ব্যাপারে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলতে বলেন। কিন্তু বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে বারবার যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয় না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা এই প্রতিনিধিকে বলেন, সময়মতো সব বই মুদ্রণ শেষ হয়নি একথা সত্য; কিন্তু এতে বই বিতরণে কোন অসুবিধা হবে না। তিনি বলেন, ৩১শে ডিসেম্বর সব বই মুদ্রণ শেষ করে জমা দেয়ার কথা। কিন্তু সব বইই তো সেদিন বিতরণ করা হবে না। বই বিতরণ শুরু হবে ৩রা জানুয়ারি এবং তা চলবে পুরো জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বই স্কুলগুলোতে পৌঁছলেই চলবে। তিনি বলেন, মুদ্রণ প্রক্রিয়ার যে গতি তাতে বই বিতরণে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মুদ্রণ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের ৩টি বই ছাপার ব্যাপারেও। এবার মাধ্যমিক স্তরের ৯ম শ্রেণীর ইংরেজি, বাংলা সহপাঠ ও বাংলা ব্যাকরণ- এই তিনটি বই নতুনভাবে ছাপা হচ্ছে। মুদ্রণকারীদের কার্যাদেশ দেয়া হয় ১০ই ডিসেম্বর; কিন্তু মুদ্রণের পজিটিভ সরবরাহ করা হয়েছে ২৪শে ডিসেম্বর। কাজেই এ তিনটি বইও সময়মতো মুদ্রণ শেষ হবে না।